পাপ ক্ষমা করার ক্ষমতা

মার্ক ২:১-১২

মানুষের গভীরতম প্রয়োজন শারীরিক সুস্থতা নয়, কিন্তু পাপ থেকে সুস্থতা। পাপক্ষমার অর্থ অতীতের পাপ থেকে মুক্ত করা এবং সেই ব্যক্তির আত্মমর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়া। তার অপরাধকে উপেক্ষা করা নয়, কিন্তু মুছে ফেলা। তাই পাপ ক্ষমাকে শুষ্ক জিভে ঠাণ্ডা জলের সঙ্গে তুলনা করা যায়। আমরা একে অন্যকে ক্ষমা করলেও, ঈশ্বরের কাছ থেকে আমাদের পাপের ক্ষমা লাভ করতে হবে। কারণ, আমাদের সমস্ত পাপ শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরের বিরুদ্ধে। দাউদ যখন বৎশেবাকে গ্রহণ বা তাঁর স্বামীকে হত্যার পাপ করার পর জ্ঞান ফিরে পেয়েছিল, তখন সে ঈশ্বরের কাছে পাপক্ষমার প্রার্থনায় এমন কথা বলেছিল, ***"তোমার বিরুদ্ধে, কেবল তোমারই বিরুদ্ধে আমি পাপ করেছি"*** (গীত ৫১:৪)। তাই, আমাদের পাপের জন্য চূড়ান্তভাবে ঈশ্বরের কাছ থেকে ক্ষমা পেতে হবে। কেবল তিনিই আমাদের পাপ ক্ষমা করার ক্ষমতার অধিকারী।

মার্কের লেখা সুসমাচার অধ্যয়নের দ্বারা আমরা যীশুতে ঈশ্বরের ক্ষমতা লক্ষ্য করেছি। উপদেশদানের ক্ষমতা, মন্দ-আত্মাদের উপর ক্ষমতা, অসুস্থতার উপর ক্ষমতা, প্রকৃতির উপর ক্ষমতা। আজকের পাঠে আমরা যীশুর আরও একটি ক্ষমতা দেখতে পাই। পাপ ক্ষমা করার ক্ষমতা। এখানে আমরা দেখতে পাই যে, যীশু আবার কফরনাহূমে ফিরে এসেছেন, হয়তো পিতরের শাশুড়ির ঘরে আছেন। এমন সময় তাঁর আসার কথা শুনে জনতার ভিড় সেই ঘর পূর্ণ করেছে। শুধু সাধারণ মানুষ নন, গালীল, যিহূদীয়া ও যিরুশালেমের বিভিন্ন ফরিসী ও ব্যবস্থা-গুরুরাও এসে হাজির হয়েছেন (লুক ৫:১৭)। নিজেদের প্রয়োজন অনুসারে তারা যীশুর কাছে এসেছে। এদের মধ্যে এমন লোকও ছিল, যাদের মন তাদের পক্ষাঘাতগ্রস্ত বন্ধুর জন্য ব্যথিত হয়েছিল। তাকে সুস্থ করার প্রবল ইচ্ছা তাদের ছিল।

ক। পক্ষাঘাতগ্রস্ত ব্যক্তির বন্ধুদের আচরণ (৩-৪ পদ)

বন্ধুর সুস্থতার প্রয়োজন, তাদের যীশুর কাছে এনেছিল এই বিশ্বাসে যে, যীশু তাকে সুস্থ করতে পারেন। তাকে সুস্থ করার সুযোগ যখন তাদের কাছে এসেছিল, তারা তা হেলায় নষ্ট করেনি। কারণ তারা প্রকৃত বন্ধু ছিল। সঙ্গে সঙ্গে যীশুতে তাদের বিশ্বাসের প্রকাশ তারা রেখেছিল। ঘরের কাছে এসে মানুষের ভিড় দেখে আশাহত হবার যথেষ্ট অজুহাত থাকা সত্ত্বেও তারা হাল ছাড়েনি। "আমরা পারব না" — এমন ভীতুর কথা তারা বলেনি। তারা জানত তাদের অসুস্থ বন্ধুর সঙ্গে যীশুর সাক্ষাত একান্ত প্রয়োজন। তাই তারা মূল্য দিয়েছে। তাদের সময়, পরিশ্রম, কল্পনা, ধৈর্য, অর্থ। সমস্যা তাদের বিশ্বাসকে ধবংস নয় কিন্তু দৃঢ় করেছে। ঘরের ছাদ খুলে রোগীকে যীশুর সামনে নামিয়ে দিয়েছে।

খ। খ্রীস্টের উত্তর (৫ পদ)

যীশু তাদের বিশ্বাস দেখে পক্ষাঘাতীর পাপ ক্ষমা করলেন। প্রকৃত বিশ্বাস কখনও যীশুর চোখ এড়ায় না। তাই, তাদের এই অস্বাভাবিক আচরণে যীশু বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট হননি। যীশু তাদের বিশ্বাস দেখে তাদের প্রতি দয়া দেখালেন। মানুষটির সমস্যার প্রকৃত গভীর উৎসকে দেখতে পেলেন, তার পাপ ক্ষমা করলেন।

বাইবেল আমাদের শিক্ষা দেয় যে, পাপই আমাদের সমস্ত দুঃখ, কষ্ট ও যন্ত্রণার মূল কারণ। মানুষের পাপে পতনের দ্বারা পৃথিবীতে পাপ ও তার সঙ্গে সকল সমস্যা এসেছে। অবশ্য এর মানে এই নয় যে, সকল অসুস্থতার জন্য বিশেষ পাপকে নির্দেশ করা যায় (যোহন ৯:১-৩)। আবার এমন কিছু অসুস্থতা আছে, যেগুলি নির্দিষ্ট পাপের পরিণাম (এইডস্ প্রভৃতি)। যাইহোক, যীশু তাকে কেবল শারীরিকভাবে সুস্থ করা নয়; তার আত্মিক সুস্থতার সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত ব্যক্তিদের কাছে একটি শিক্ষার বিষয় তুলে ধরলেন। আর তা হল, পাপ ক্ষমা করতে যীশুর ক্ষমতা। পক্ষাঘাতের ন্যায় আমাদের প্রত্যেকের পাপ থেকে সুস্থতার প্রয়োজন এবং যীশুই একমাত্র তা দিতে পারেন (যিশাইয় ১:৫-৬, ১৬-২০ বা গীত ১০৩:৩)। পক্ষাঘাতগ্রস্ত ব্যক্তি নিজের কাজের দ্বারা নয়, কিন্তু যীশুর করুণায় ক্ষমা পেল।

অনুগ্রহ বার্তা

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

গ। অধ্যাপকদের মনোভাব (৬-৭ পদ)

গর্ব এবং স্বয়ং-সম্পন্নতা তাদের হৃদয় অন্ধ করেছিল। অবিশ্বাসীর হৃদয় কেবল নিজের চিন্তাকেই সঠিক বলে মনে করে। সত্যকে চোখে দেখেও বিশ্বাস করে না। ফলস্বরূপ, অবান্তর মিছিমিছি বোকার মত যুক্তির অবতারণা করে। তাই, তারা যীশুকে ঈশ্বর-নিন্দার অপরাধে অপরাধী করল। যীশু মানুষ হয়ে কী করে মানুষের পাপ ক্ষমা করেন?

ঘ। যীশুর ঐশ্বরিক ক্ষমতা (৮-১১ পদ)

ঈশ-মানব যীশু তাদের অবিশ্বাসকে চ্যালেঞ্জ জানালেন। তাদের মনে মনে তর্ককে যীশু সর্বসমক্ষে প্রকাশ করলেন। যীশু তাদের পাল্টা প্রশ্ন করলেন, ***"কোন্‌টা সহজ, 'পাপ ক্ষমা হল' বলা, না 'উঠে, তোমার খাট নিয়ে যাও" বলা।"*** সাধারণভাবে, দ্বিতীয়টি অপেক্ষা প্রথমটিই সহজ, কারণ তার সাক্ষ্য-প্রমাণ সম্ভব নয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, মানুষের ক্ষেত্রে দুটোই কঠিন, যেহেতু কেবল ঈশ্বরই পাপ ক্ষমা করার অধিকারী। অন্যদিকে, ঈশ্বরের ক্ষেত্রে দুটোই সহজ। তাই, যীশু ঈশ্বর হওয়ায় দুটোই করেছিলেন। প্রমাণ দিয়ে প্রমাণ-অযোগ্য বিষয়ের প্রতিষ্ঠা করলেন। পাপক্ষমার ক্ষমতা প্রদর্শন করলেন।

ঙ। সুস্থতা ও বিস্ময় (১২ পদ)।

পক্ষাঘাতী যীশুর আদেশ পালন করল। যীশু তাকে এমন আদেশ করেছিলেন, যা সে তার নিজের শক্তিতে করতে পারত না। কিন্তু যীশু তাকে তাই করতে বলেছিলেন। সে বলতে পারত *"আমি পারব না,"* আমরা যা বারংবার বলে থাকি। কিন্তু সে তা না করে, যীশুর আদেশ বিশ্বাসে পালন করেছিল। বাধ্যতা তার জীবনে এনেছিল আশীর্বাদ।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)